দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 28 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৪

বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার বেহাল অবস্থা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

বাংলাদেশের কয়েক হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কয়েক লাখ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় দশ লাখ শিক্ষককে ইংরেজী শেখানো এবং প্রশিক্ষণ প্রদান অত্যন্ত দুরূহ কাজ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের দক্ষ ইংরেজী শিক্ষক তৈরির জন্য প্রাইভেট পর্যায়ে, বিদেশী সংস্থা, এনজিও বা সরকারী সহায়তায় বহুসংখ্যক ইংরেজী ভাষাকেন্দ্র খোলা দরকার। এই কেন্দ্রগুলোতে সমন্বিত এবং সম্পূরক ক্রাশ প্রোগ্রাম চালু করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণের জন্য যুগপৎ বাধ্যবাধকতা ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষকরা তাদের নিজস্ব যোগ্যতা বৃদ্ধিকল্পে নিজ খরচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। যতদিন না প্রাক-বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষকরা তাদের নিজস্ব যোগ্যতা বৃদ্ধিকল্পে নিজ খরচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। যতদিন না প্রাক-বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষার সমস্যার সমাধান হচ্ছে কমপক্ষে ততদিন বিশ্বদ্যিালয়গুলোতে এ ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে সব অনুষদের শিক্ষার্থীদের ইংরেজী শিক্ষার জন্য এক বছরের একটি আবশ্যকীয় ইংরেজী ভাষা কোর্স চালু করা আবশ্যক। ইংরেজী ভাষার জন্য কোন্ বিভাগের কী ধরনের কোর্স হবে, কীভাবে পড়াতে হবে ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট বই প্রণয়ন এবং আনুষঙ্গিক প্রযুক্তি সরবরাহের জন্য প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ভাষা শিখন ইনস্টিটিউট খোলা যেতে পারে। ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের এই কোর্স শেখানোর দায়িত্ব দেয়া যায়। এর বিকল্প হিসাবে ইংরেজী বিভাগের পরিসর বৃদ্ধি করে সেখানে একটি ইংরেজী ভাষা শিক্ষা সেল সৃষ্টি করা যেতে পারে, যেটি ভাষা শিক্ষার মূল দায়িত্বগুলো পালন করতে সক্ষম হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইংরেজীতে যে সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী দেয়া হয় তা মূলত সাহিত্যকেন্দ্রিক, ভাষাকেন্দ্রিক নয়। অথচ দেশে ইংরেজী ভাষা শেখানোর জন্য প্রয়োজন এমন স্নাতক ডিগ্রীধারী যাঁরা হবেন ইংরেজী ভাষার গঠন, লিখন, শ্রবণ ও কথোপকথনে সার্বিকভাবে পারদর্শী। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে দক্ষ ও যুগপোযোগী ইংরেজী শিক্ষার চাহিদা বিবেচনায় এনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইংরেজী বিভাগ ছাড়াও English Language Teaching (ELT) নামে পৃথক বিভাগ খুলতে পারে। বিগত দুটো সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই মানবসম্পদ উন্নয়নকল্পে ইংরেজী শিক্ষার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। কিন্তু সব প্রকল্প ও প্রচেষ্টা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি বিধায় ইংরেজী শিখন-শিখানোর কার্যক্রম ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। তবে এ বিষয়ে বিগত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ প্রশংসার দাবি রাখে। এর ইতিবাচক প্রভাব ইতোমধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ মুহূর্তে প্রকল্পভিত্তিক ইংরেজী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে একীভূত, সুষম, সুসংহত ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে একটি জাতীয় ইংরেজী ভাষা একাডেমী/কেন্দ্র (NELA/NELC) প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। ভারতসহ অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের জাতীয় পর্যায়ের ইংরেজী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে এবং এ কেন্দ্র থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যথেষ্ট উপকার পেয়ে থাকে। জাতীয় ইংরেজী ভাষা একাডেমী/কেন্দ্র (NELA/NELC) বাংলাদেশে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বিষয়টি সামগ্রিকভাবে দেখাশোনা করবে। এই কেন্দ্র প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করবে। সব ফরমাল ও নন-ফরমাল ইংরেজী শিক্ষা প্রোগ্রামের কার্যক্রম এই কেন্দ্রের গোচরীভূত থাকতে হবে। গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট সব কেন্দ্র বিশেষ করে সব ইংরেজী কোচিং সেন্টারগুলোর অনুমোদন পেতে হবে। জাতীয় ইংরেজী ভাষা কেন্দ্র থেকে ইংরেজী মাধ্যমের বিদ্যালয় ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী শিক্ষাদান এই কেন্দ্র মনিটর করবে। এই কেন্দ্র ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ও প্রশিক্ষণের জন্য বই প্রণয়ন করবে, সর্বোত্তম শিখন ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবন করবে, উপকরণ প্রস্তুত করবে এবং প্রযুক্তির ব্যবহার করবে। দেশে ও বিদেশে শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারের যোগসূত্র তৈরি করবে। সব কার্যক্রমের বর্ণনা ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য রেডিও, টেলিভিশন তথা প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করবে। এই কেন্দ্রের অধীনে আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি থাকবে—জাতীয় একাডেমী বা কেন্দ্রটি ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যাপারে গবেষণা পরিচালনা করবে। বাংলাদেশে তিন দশক ধরে ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ করা সহজসাধ্য নয়। এই সমস্যা নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে, আলোচনা হয়েছে, চিন্তাভাবনা হয়েছে কিন্তু এর নিরসনে আশাপ্রদ অগ্রগতি হয়নি। ইংরেজী ভাষায় পাণ্ডিত্য আছে, বাংলা ভাষাভাষীদের ইংরেজীর সমস্যা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আছে, ব্যবস্থাপনায় এবং সাংগঠনিক কাজে দক্ষতা রয়েছে এমন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বাংলাদেশে বিদ্যমান। কিন্তু তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু করতে পারবেন বলে মনে হয় না, বরং সরকার তাঁদের কাজে লাগিয়ে একটা বড় ধরনের মহতী উদ্যোগ নিতে পারে। এটি এখন সময়ের দাবি। ভাষায় দক্ষতা না থাকলে বিদেশে পড়াশোনা, কর্মসংস্থান, ভ্রমণ, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে ও সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না তাই সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ আশু প্রয়োজন।

ফখরুল ইসলাম
পিএইচডি গবেষক (ইংরেজী)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।